গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
আইন অধিশাখা

স্মারক নং-১২.০২৮.০০৪.০৫.০১.০৩১.২০১২-৩৫৮

তারিখঃ ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪২০ / ২৭ নভেম্বর ২০১৩

বিষয় ঃ সরকারী সম্পত্তি সুরক্ষায় করণীয়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার জমি-জমা সুরক্ষার জন্য মন্ত্রণালয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠিত হয়েছে। সরকারী জমি-জমা সুরক্ষা ও উদ্ধারের জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের মামলা-মোকদ্দমা ও জমি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অতি মূল্যবান সরকারী সম্পত্তি যাতে বেহাত/বেদখল না হয় সেজন্য সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক। কৃষি মন্ত্রণালয় হতে ইতোমধ্যে এ বিষয়ে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং আশানুরূপ ফললাভ শুরু হয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে আপনার অধিনস্থ দায়িত্বশীল কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্যে অধিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ভূমি ও মামলা সংক্রান্তে "সরকারী সম্পত্তি রক্ষায় করণীয়" সম্পর্কিত সংযুক্ত লেখাটি অনুসরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

২৭/১১/১৩

(ড.নলিনী রঞ্জন বসাক)
উপ-সচিব (আইন)
টেলিফোন-৯৫৫২৩৭৭/০১৯১২১৩০৮১৭
ইমেল-nalinebasak@yahoo.com

বিতরণ ঃ

১। (সকল দপ্তর/সংস্থা প্রধান, কৃষি মন্ত্রণালয়) .....

২। অতিরিক্ত পরিচালক (সকল), আঞ্চলিক কার্যালয়, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ----------

৩। সহকারী প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা- সংযুক্ত লেখাটি "Duties of officials to protect Govt. Properties" শিরোনামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

সরকারী সম্পত্তি রক্ষা ও বেদখল হয়ে যাওয়া জমি উদ্ধারে করণীয়

*ড.নলিনী রঞ্জন বসাক

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, তুলা উন্নয়ন বোর্ডসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠান খামার স্থাপন, অফিস ভবন ও গবেষণার জন্য সারা দেশে প্রায় আঠার হাজার একর জমি ব্যবহার করছে। এর অধিকাংশই অধিগ্রহনের মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রায় চার হাজার ইউনিয়ন বীজাগার আছে। এ বীজাগারগুলি ১৯৬০-৬২ সালের মধ্যে নির্মিত। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে ১৪০২টি বীজাগার সংস্কার করে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের অফিস-কাম-বাসভবনে রূপান্তর করা হয়। অবশিষ্টগুলি জরাজীর্ণ অবস্থায় আছে। কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জরাজীর্ণ বীজাগারসমূহ মেরামত করে ব্যবহারোপযোগী করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের বেশিরভাগ বীজাগারের জমিই এল.এ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত এবং কিছু সংখ্যক ক্রয়/দানের মাধ্যমে প্রাপ্ত। অধিকাংশ বীজাগারের গেজেটের কপি, ক্রয় দলিল, খতিয়ান ও রেকর্ডপত্র সংশ্লিষ্ট অফিসে সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় বীজাগারের জমির মালিকানা নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হচ্ছে।

এছাড়াও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের প্রয়োজনে বিভিন্ন সময় প্লান্ট প্রটেকশন গোডাউন, হর্টিকালচার সেন্টার স্থাপন, পাট সম্প্রসারণ, কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, কীটনাশক স্প্রের জন্য বিমান অবতরণ/উড্ডয়ন রানওয়ে নির্মাণ এবং জরুরী প্রয়োজনে জমি অধিগ্রহণ, ক্রয় বা পরিত্যক্ত/খাস সম্পত্তি গ্রহণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক জমির রেকর্ডপত্র সঠিকভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় এবং ভূমি জরীপের সময় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় কিছু সম্পত্তি দপ্তর/সংস্থার নামে রেকর্ডভূক্ত হয় নাই। এ সুযোগে বিভিন্ন জেলায় একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী লোক সরকারী জমি দখল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। অধিকন্তু আরও লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, এল.এ কেসের মাধ্যমে অধিগ্রহণকৃত কোন কোন জমি জেলা প্রশাসকের নামে বা পূর্ব মালিকের নামে রেকর্ড হয়েছে। যে সমস্ত এলাকায় সেটেলমেন্ট অপারেশন চলমান রয়েছে সেখানে রেকর্ড সংশোধন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'বোনাফাইড মিসটেক' হিসেবে রেকর্ড সংশোধনের সুযোগ রয়েছে।

এপ্রেক্ষিতে, কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার স্বত্ব-দখলীয় কোন জমি যাতে জবর-দখল না হয় এবং যে সমস্ত জমি ইতোমধ্যে বেদখল হয়েছে বা ভুলক্রমে বা কাগজপত্রের অভাবে অন্য নামে রেকর্ড হয়েছে; এ সকল জমির রেকর্ড সংশোধনে ও উদ্ধারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক। সরকারী স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণ করে কোন জমিই যাতে বেহাত না হয় সেজন্য দায়িত্ববান সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীর আরও যত্নশীল হওয়া আবশ্যক।

ইতোমধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বেহাত জমি উদ্ধার ও সরকারী সম্পত্তি রক্ষার জন্য দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। লক্ষ্য করা গেছে ভূমি দস্যুরা যেনতেন প্রকারে আদালতে একটি মামলা রুজু করে অবৈধ দখলের কাজে অবতীর্ন হয়। এ সময় কিছু অর্থলোভী সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর আনুগত্য পেয়ে জাল কাগজপত্র সৃষ্টি করে সরকারের মূল্যবান সম্পত্তি দখল করে থাকে। লেখক প্রায় ৫ বৎসর কৃষি মন্ত্রণালয়ের মামলা মোকদ্দমা ও জমি-জমা বিষয়ে কাজ করছেন। কাজটিকে আমি একইসাথে গবেষণার দৃষ্টি দিয়ে দেখছি। এতে আমার ধারণা জন্মেছে, সরকারী সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার জন্য প্রথমতঃ দায়ী সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা। আমার কাজ করার অভিজ্ঞতা ও গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরকারী সম্পত্তি রক্ষা ও করণীয় সম্পর্কে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করছিঃ

- ❖ জমির সঠিক হিসাব সংরক্ষণের নিমিত্তে প্রতিটি জমির জন্য আলাদা আলাদা ডকুমেন্ট ফাইল খুলতে হবে এবং এতে সিএস, এসএ, আরএস, বিএস/সিটি জরীপ খতিয়ান, ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের দাখিলা, ম্যাপ, দলিল/এলএ কেসের নকসা ও গেজেটের কপি, ভূমি ব্যবহার ও দখল সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ প্রতিটি জমির নামজারী ও জমা-খারিজ হালনাগাদ করতে হবে।
- ❖ নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে।
- ❖ কৃষি মন্ত্রণালয়ের কোন জমি জেলা প্রশাসকের নামে অথবা ব্যক্তিনামে রেকর্ডভূক্ত হয়ে থাকলে সেগুলোর রেকর্ড সংশোধনের জন্য ক্ষেত্রমত সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের নিকট/বিজ্ঞ জেলা জজ আদালতে রেকর্ড সংশোধনের মামলা করতে হবে।
- ❖ যে সমস্ত অঞ্চলে সেটেলমেন্ট অপারেশন চলমান, সেখানে মাঠ জরিপ, তসদিক, আপত্তি ও আপীল স্তর পর্যন্ত যাতে সঠিকভাবে জমির রেকর্ড স্ব-স্ব দপ্তর/সংস্থার নামে হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

*উপ-সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, টেলিফোন-৯৫৫২৩৭৭, মোবাঃ ০১৯১২১৩০৮১৭, ই-মেইল-nalinebasak@yahoo.com

- ❖ প্রতিটি জমির সীমানা নির্ধারণ করে পিলার স্থাপন করতে হবে এবং বেড়া জাতীয় গাছ (হেজপান্ট) লাগিয়ে/ বাউন্ডারী ওয়াল দিয়ে সীমানা চিহ্নিত করতে হবে।
- ❖ যে প্রয়োজনে ভূমি অধিগ্রহণ/ক্রয় করা হয়েছে, ঐ কাজে জমি ব্যবহার করা না হলে ফলের/কাঠের গাছ লাগিয়ে জমির দখল অবস্থা বজায় রাখতে হবে।
- ❖ সরকারী সম্পত্তির সাইজ অনুযায়ী জমির দাগ, খতিয়ান, পরিমান ও মালিকানার ধরণ উল্লেখ করে সাইনবোর্ড লাগাতে হবে।
- ❖ প্রতিটি জমির বাস্তব অবস্থার ছবি অথবা ভিডিও ডকুমেন্ট ফাইলে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ প্রতিটি জেলা অফিসে সংশ্লিষ্ট জেলার অধিনস্থ সকল জমির রেকর্ড/দলিলাদির মূল কপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে এবং উপজেলা ও মাঠ পর্যায়ে জমির রেকর্ড/দলিলাদির ফটোকপি রাখতে হবে।
- ❖ উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে ছক মোতাবেক স্ব-স্ব এলাকার জমির বিবরণ কম্পিউটারে সংরক্ষণ করতে হবে।
- ❖ সরকারী জমির দখল বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনে প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সহযোগিতা নিতে হবে।
- ❖ প্রতিটি দপ্তর/সংস্থায় ও জেলা পর্যায়ে একজন কর্মকর্তাকে স্থাবর সম্পত্তির রেকর্ড সংরক্ষণ/তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করে মন্ত্রণালয়ে তাঁর নাম-ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল নম্বর প্রেরণ করতে হবে।
- ❖ কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধিনস্থ সকল দপ্তর/সংস্থা, অঞ্চল, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রতিমাসে জমি-জমা ও মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে রিভিউ সভা করে অগ্রগতি প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখায় পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভায় বেদখল জমি-জমা উদ্ধার সংক্রান্ত এজেন্ডা রাখতে হবে এবং নিয়মিত মনিটর করতে হবে।
- ❖ জরুরী ভিত্তিতে জমি উদ্ধার ও সংরক্ষণের আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণসহ চলমান মামলাসমূহ যথাযথভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করতে হবে।
- ❖ প্রতিটি মামলা তত্ত্বাবধান করার জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।
- ❖ দপ্তর/সংস্থার জমি-জমার তথ্য গোপন করলে বা অবৈধ দখলের তথ্য গোপন রাখা হলে এর দায় সংশিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর বর্তাবে।
- ❖ অতি মূল্যবান সরকারী সম্পত্তি যাতে বেহাত না হয় সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপ ছাড়াও একজন বিবেকবান নাগরিক হিসেবে আমাদের সকলের উচিত, সরকারী সম্পদ যাতে বিনষ্ট বা বেহাত না হয় সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা। এ জন্য জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ ভূমি সংক্ষণের জন্য দায়িত্ববান কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষন প্রদান করা একান্ত আবশ্যক। কৃষি মন্ত্রণালয়ের আইন অধিশাখা ইতোমধ্যে প্রশিক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। স্বস্ব দপ্তর/সংস্থা এ ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

পরিশেষে বলতে চাই, সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে সরকারী সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার আশংকা নেই। এখনই সময়; আসুন, দূর্নীতি প্রতিরোধে একযোগে কাজ করে সমাজ বিনির্মানে অবতীর্ন হই।

২৬/১১/২০১৩

ড. নলিনী রঞ্জন বসাক
উপ-সচিব
কৃষি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার